খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 01 ❑ 20 Mar., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

ডিউটি না করে মাইনে নিচ্ছে হাসপাতালের একাধিক কর্মচারী, বিস্ফোরক দাবি জেলা সভাপতির

সংবাদদাতা ঃ গেল গেল রব উঠেছে বহুদিন ধরেই বিরোধী দলের কণ্ঠে। তাঁদের কথায়, পশ্চিমবঙ্গের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকেছে। খাদ্য-শিক্ষা-স্বাস্থ্য কোথাও স্বচ্ছতা নেই। এরই মধ্যে সরকার পক্ষের দলের অর্থাৎ তৃণমূলের থেকেই বনগাঁ মহকুমা আদালতের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি। তাঁর কথায়— "আমরা মাঝে মাঝে জানতে পারি হাসপাতালে দুর্নীতি হচ্ছে। দালাল চক্র চলছে। ডিউটি না করে ১৫ হাজার টাকা করে মাইনে নেবে। সুপার সাহেবকে আগেই বলেছি।" বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে শ্রমিক সংগঠনের রক্তদান শিবিরের অস্থায়ী মঞ্চ থেকে বিস্ফোরক দাবি করলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার

তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি নারায়ণ ঘোষ। মঙ্গলবার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিউসি - এর নতুন ক্রমিক সংগঠন ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে। মঞ্চে বক্তব্যে নারায়ণ ঘোষ বলেন, হাসপাতালে যেসব বেসরকারি কোম্পানিগুলির কর্মচারী রয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই বাড়ি বসে বসে মাইনে পাচ্ছে। এটা হাসপাতাল সুপারকে জানানো হয়েছে। কলকাতায় বসে বসে এই কোম্পানিগুলি এই কাজগুলি করছে। আইএনটিটিইউসি শ্রমিক সংগঠন এটা মেনে নেবে না।

সভাপতি, চেয়ারম্যানকে বলেছিলাম যে, আমাদের হাসপাতাল কি মস্তানের জায়গা হয়ে গেছে। আমরা সুপার সাহেবকে লিখিত দিয়েছিলাম, "আমরা বলছি হাসপাতালে দালালরা চলতে দেবো না। দালাল চক্র নিপাতে আমাদের নতুন শ্রমিক সংগঠন কাজ করবে।" শ্রমিক নেতার অভিযোগ অস্বীকার করে বনগাঁ মহকুমা সুপার কৃষ্ণচন্দ্র বারুই বলেন, এরকম কোন অভিযোগ আসেনি যে ডিউটি না করে মাইনে পাচ্ছে। আমার কাছে লিখিত এমন কোন অভিযোগ আসেনি। যেসব বেসরকারি কোম্পানিগুলি কাজ করছে, তাদের দেখার জন্য সুপারভাইজার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার রয়েছে। তেমন কোন ঘটনা ঘটলে আমরা বিষয়টি দেখবো। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য আইএনটিটিইউসি সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ মৈত্র, বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি, সভাপতি নারায়ণ ঘোষ, বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণ চন্দ্র বারুই।

আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণ চলাকালীন অভিযুক্তকে দেখে জ্ঞান হারালো নাবালিকা

সংবাদদাতা ঃ সাক্ষ্য গ্রহণ চলাকালীন অভিযুক্তকে দেখে জ্ঞান হারালো নাবালিকা সাক্ষী। মঙ্গলবার দুপুরে আদালত কক্ষে অসুস্থ নাবালিকাকে বনগাঁ মহাকুমা আদালত থেকে বিচারকের নির্দেশে তার গাড়িতে করে পৌঁছে দেওয়া হলো বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে। বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকলো বনগাঁ মহকুমা আদালত। বনগাঁ পক্সো আদালতের বিশেষ আইনজীবী সমীর দাস জানিয়েছেন, এই ঘটনা বনগাঁ আদালতে প্রথম। সাক্ষ্য গ্রহণ চলাকালীন অভিযুক্তকে দেখে আদালত কক্ষের মধ্যে জ্ঞান হারায় নাবালিকা।

তিনি আরো জানান, এই মামলাটি উত্তর ২৪ পরগনা বাগদা থানার, গত কয়েক মাস আগে নাবালিকাকে ভূত ছাড়ানোর নাম করে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে সাদেক মন্ডল নামে এক ওঝার বিরুদ্ধে। ওঝার বিরুদ্ধে বাগদা থানায় আক্রান্ত নাবালিকার পরিবার অভিযোগ জানালে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলার রুজু করে বনগাঁ মহাকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক অভিযুক্তের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। বর্তমানে অভিযুক্ত ওঝা সাদেক মন্ডল জেলবন্দি।

সম্প্রতি তার বাবা মারা যাওয়ায় বিশেষ জামিনে মুক্ত রয়েছেন। এই অবস্থায় মঙ্গলবার ছিল ওই মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ পর্ব। অভিযুক্ত ওঝাকে দেখে আদালতের মধ্যেই হঠাৎ ই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে নাবালিকা। বিচারকের নির্দেশে তড়িঘড়ি ওই নাবালিকাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিনের মত বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয় বিচারকের নির্দেশে। সমীর বাবু বলেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নাবালিকার বাড়িতে কেস তুলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল হয়েছিল বলে আমরা জানতে পেরেছি। সেই কারণেই এই দিনের এই ঘটনা কী না তা পরে খোঁজ খবর করে জানতে হবে।

চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ, ধৃত বিজেপি নেতা

সংবাদদাতা ঃ চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আগেই উঠেছিল বনগাঁর বিজেপি নেতা লক্ষ্মণ ঘোষের বিরুদ্ধে। গত ১১ মার্চ পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১২ মার্চ বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ২০১৮ সালে লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নাম করে কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছিল। তারপর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। তাঁর নামে ওয়ারেন্ট জারি হয়। সম্প্রতি বনগাঁ মহকুমা আদালতের বিচারক তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। এরপরেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

বিজেপি নেতা গ্রেপ্তারের ঘটনায় আসরে নেমে পড়েছে তৃণমূল নেতারা। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, বিজেপি নেতারা আপাদমস্তক তোলাবাজিতে যুক্ত। চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। লক্ষ্মণ ঘোষের ঘটনা আরও একবার সামনে এলো। সেই টাকার ভাগ সব জায়গায় পৌঁছাতো। ধৃত লক্ষ্মণ ঘোষ বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল এবং বিজেপির সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ। এদের হয়েই লক্ষ্মণ কাজ করতো। এদিকে বিজেপি নেতা গ্রেপ্তারের পর সামাজিক মাধ্যমে লক্ষ্মণ ঘোষের সঙ্গে দেবদাস বাবু ও শান্তনু ঠাকুরের ছবি ছড়িয়ে পড়েছে।

তৃতীয় পাতায়...

মৃত ভোটারাই ভোটব্যাংক তৃণমূলের

সাংবাদিক সম্মেলনে দাবী সিপিএমের, পাল্টা তৃণমূল

সংবাদদাতা ঃ তৃণমূলের পর এবার ভুয়ো ভোটার নিয়ে সরব হল সিপিএমও। বনগাঁর সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বনগাঁর ভুয়ো ও মৃত ভোটারের তালিকা তুলে দেন তারা।

বনগাঁ শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুমিত কর বলেন, বনগাঁ শহরের বুকে ১০৪ টি পোলিং স্টেশন রয়েছে, তার মধ্যে ৪২ টি বুথে ৯৬৯ জন মৃত ভোটারের তথ্য মিলেছে। বুথ পিছু গড়ে ২৩ টি করে ভোটার হচ্ছে। বনগাঁ উত্তর বিধানসভায় ২৭৬ টি বুথ রয়েছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই হিসেব করলে ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা প্রায় ছয় হাজারের বেশি। মহকুমা শাসকের তরফে সর্বদল বৈঠক ডাকা হয়। সেখানেই সিপিএমের তরফ থেকে তালিকা দিয়ে সেই ভোটারের

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ০১ ❐ ২০ মার্চ, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

যশোর রোডের শতাব্দী প্রাচীন শিরিষ গাছের মৃত্যু কী স্বাভাবিক না পরিকল্পিত

গত বছর পাঁচেক আগেও যশোর রোডে বাইক ড্রাইভে গেলে নিজের অজান্তেই মনে গুণগুণ করে উঠত সপ্তপদী'র বিখ্যাত গান— এই পথ যদি না শেষ হয় ...। শতাব্দী প্রাচীন শিরিষগাছের ছায়া সুনিবিড় মসৃণ পথে চলতে চলতে যেন আরও বেশি রোমান্টিক হয়ে যেত প্রেমিক যুগল। অকবিরও মনে জেগে উঠত ছন্দ। বারবার মনে হত বিভূতিভূষণের কথা। এমন পরিবেশ দেখেছিলেন বলেই হয়ত তিনি লিখেছিলেন পথের পাঁচালীর মত অমর গ্রন্থ। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে যশোররোডের সেই দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়েছে। রাস্তার দু'পাশে যেখানে সেখানে নেড়া মাথায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে শতাব্দী প্রাচীন গাছগুলি। যশোর রোড ৩৫নং জাতীয় সড়ক হওয়ার সুবাদে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসার প্রয়োজনে সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকে। সেই কারণে রাস্তার সম্প্রসারণ নিতান্তই প্রয়োজন। এবিষয়ে বিভিন্ন সময়ে চেষ্টা করা হলেও পরিবেশ রক্ষা কমিটির তদারকির ফলে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট গাছগুলি বাঁচিয়ে রাস্তা সম্প্রসারণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় যশোর রোডের সম্প্রসারণ থমকে। কিন্তু রাস্তার সম্প্রসারণ যে নিতান্তই প্রয়োজন! তাহলে গাছের মৃত্যু তো অনিবার্য! কিছুদিন আগে পর্যন্ত যশোর রোডে গাছের নীচে দিয়ে চলতে গেলে মাঝে মাঝে অসময়ে বৃষ্টিপাতের মত মনে হত। রাস্তা যেন কোন এক তৈলাক্ত পদার্থে ভেসে গিয়েছে। যার ফলে কিছু মানুষ দুর্ঘটনার শিকারও হয়েছিলেন। বর্তমানে মৃত গাছগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, কোন একধরনের পোকায় শতাব্দী প্রাচীন গাছগুলির কাণ্ড— শাখা-প্রশাখা ছিদ্র ছিদ্র করে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। প্রশ্ন এখানেই। গাছের এই মৃত্যু কী স্বাভাবিক না পরিকল্পিত! এমত পরিস্থিতিতে পরিবেশ রক্ষা কমিটি কোথায়? তাঁরা কী জাগ্রত! নাকি তাঁদেরকেও খুঁজতে হবে কিরীটির দল দিয়ে!

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

(৩) জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির পরিপন্থী কোন উপায়ে এ অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ ভোগ করা যাবে না।

এটি ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে।

ধারা ৩০

কোন রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি এ ঘোষণাপত্রের কোন কিছুকেই এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না, যার বলে তারা এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ নস্যাত করতে পারে এমন কোন কাজে লিপ্ত হতে পারেন কিংবা সে ধরনের কোন কাজ সম্পাদন করতে পারেন।

এই ধারা অধিকারের অপব্যবহার নিষিদ্ধ করে। এই ধারাগুলো মানবাধিকারের মৌলিক নীতিগুলো সংজ্ঞায়িত করে এবং বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার রক্ষার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

UDHR-এর লক্ষ্য সত্ত্বেও বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ ও সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজা সংকট এবং অন্যান্য আঞ্চলিক সংঘাত, সকলের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও, লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম ও অর্থনৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য এখনও বিদ্যমান, বিশ্বের বহু দেশে আজও নির্যাতন, বেআইনি আটক এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণের মতো ঘটনা ঘটছে, এই। ঘটনাগুলো প্রমাণ করছে, মানবাধিকার সনদের সার্থক রূপায়ণ আজও ঘটেনি।

(চলবে)

নাবিক নাট্যমের নাট্যমিলন উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৫-১৭ মার্চ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় গোবরডাঙার অন্যতম নাট্য দল নাবিক নাট্যম এর নাট্যমিলন উৎসবের তৃতীয় পর্ব। গোবরডাঙার সংস্কৃতি কেন্দ্রে প্রতিদিন অপরাহ্নে থেকে সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত নাট্যোৎসবে সূচনা হয়। শুরুতে এবছরের নাবিক সম্মানে ভূষিত করা হয় প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব শান্তিপুরের বিজন ঘোষ ও সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালের অন্যতম কান্ডারী সমীর কুন্ডু ও সুবীর নারায়ন ঘোষকে। উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা নকসার কর্ণধার ও বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিস দাস। এদিন গৌড়ীয় নৃত্য পরিবেশন করেন সংস্থার বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী রাখী বিশ্বাস, পরিবেশিত হয় সংস্কার ভারতীর জেলা শাখার শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠের রবীন্দ্র সংগীত। এরপর পরিবেশিত হয় নাবিক নাট্যমের মঞ্চসফল নাটক নিহত শতাব্দী, ছিল আগরপাড়া কালপুরুষের নাট্যানুষ্ঠান। উৎসবে মোট ৭ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় নকসার মুক্তমঞ্চে শতবর্ষে সলিল চৌধুরীর স্মরণে গোবরডাঙা পরম্পরা'র প্রাণ পুরুষ রাজু সরকারের পরিবেশনায় সংগীতানুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়কে স্পর্শ করে। এদিন নাবিক ও মছলন্দপুরের ইমন মাইম পরিবেশিত কর্মশালায় প্রস্তুত নাটক দুঃসময় ছাড়াও দক্ষিনেশ্বর কোমল গান্ধার পরিবেশিত 'আস্তাকুড়ের রোমিও' এবং খাঁটুরা চিত্তপটের নতুন নাটক মনোজ মিত্রের তেতুল গাছ সমবেত দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ করে।

ভ্রমণ ঃ

মিজোরাম

পর্ব- ৪

অজয় মজুমদার

লুভা ফুলতা উৎসব উদযাপিত হয়। এটি সর্বশক্তিমানকে তার সাহায্য এবং আশীর্বাদের জন্য ধন্যবাদ হিসাবে পালিত হয়। অ্যান্থুরিয়াম উৎসব মিজোরামে কৃষককে ফুল ও উদ্যান পালনকে উৎসাহিত করার জন্য সবচেয়ে চাপচর-চাপারকূট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বসন্ত উৎসবের একটি।

জনসংখ্যা : মিজোরামের বাসিন্দারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে তপশিলি উপজাতি। এই দলগুলিকে সাধারণ ভাবে মিজো বলা হয়। একটি পাহাড়বাসী মিজো জনগোষ্ঠীর মধ্যে কুফী, পাউই, লাখের, মিজোরা ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কযুক্ত তিব্বত-বর্মনদের সঙ্গে। মোট জনসংখ্যা ১০,৯১,০১৪ (২০১১), ২০২৩ সালে আনুমানিত জনসংখ্যা ১.২৫ মিলিয়ন, এটি ভারতের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন জনবহুল রাজ্য। লিঙ্গ অনুপাত ৯৭৬ ঃ ১০০০। রাজ্যে ১১টি জেলা, ২৩টি মহকুমা, ২৬টি ব্লক রয়েছে।

ভাষা বা উপভাষা : রাজ্যের একটি দল চাকমা, তারা ইন্দো-আর্য ভাষায় কথা বলে। ইংরেজি প্রধান অফিসিয়াল ভাষা ও নিজস্ব কোন লিপি না থাকায় মিজো রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করে। মিজোরামের ভাষা সমূহ ---

মিজো/লুসাই-- ৭৩.১৬%
চাকমা--- ৮.৪৬ %
লাখের -----৩.৮২ %
ত্রিপুরা ------২.৯৭ %
পাউরি--- ২.৬১ %
পাইটে----- ২.০২%
হামার ----- ১.৬০%
বাংলা------ ১.৩৭%
হিন্দি ------- ০.৮৬%
নেপালি ----- ০.৮২%
অন্যান্য -----২.২৭%

মিজো বর্ণমালার ২৫টি অক্ষর রয়েছে। A, Aw, B, CH, D, E, F, G, NG, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Z .

শিক্ষা ঃ---- প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে কারিগরি কোর্স পর্যন্ত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ে গঠিত। ভারত সরকার বাধ্যতামূলক শিক্ষা অন্তত মৌলিক স্তর পর্যন্ত আরোপ করে। পাবলিক স্কুলগুলিতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, মিড ডে মিল দেওয়া হয়। ২০১১ সালে সর্বশেষ আদমশুমারি অনুসারে মিজোরাম সাক্ষরতার হার ৯১.৫৮ শতাংশ । ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয়।

শিক্ষার প্রাচীন ইতিহাস— ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে মিজোদের ভূমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার আগে, মিজোরা লিখিত ভাষায় হীন ছিল। সম্পূর্ণ অশিক্ষিত ছিল। নিজেদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা কেন্দ্র জাওলবুক-এ জ্ঞান প্রধানত মৌলিকভাবে দেওয়া হতো। ১৮৯৪ সালে আথিংটন আদিবাসী মিশনের দুই ইংরেজ মিশনারি ডক্টর (রেভ) জে. এইচ লরেন এবং রেভ. এফ ডব্লু স্যাভিজ আইজলে আসেন। তারা রোমান লিপির উপর ভিত্তি করে মিজো বর্ণমালা তৈরীতে কাজ করে। মাত্র আড়াই মাস থাকার পর ১৮৯৪ সালের ১লাএপ্রিল প্রথম স্কুল এবং একমাত্র ছাত্র ছিল সুয়াকা এবং থাংফুঙ্গা। দুই শিক্ষক অবাক হয়েছিলেন যে, তাদের শিক্ষার্থীরা মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন বর্ণমালা আয়ত্ব করেছে। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মিজো ভাষার প্রথম বই। ১৯৭৬ সালে মিজোরাম বোর্ড অফ স্কুল এডুকেশন তৈরি হয়েছিল।

শান্তি চুক্তি : মিজোরাম একসময় অশান্তির আগুনে জ্বলছিল। ভারতের মিজোরামে বিদ্রোহ ও সহিংসতা বন্ধ করার জন্য ভারত সরকার ও মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (MNF)এর মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতার পর এদিকে ভারতের সফল একমাত্র শান্তি চুক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

ধর্ম : মিজোরামে চার ধর্মের মানুষকে দেখা যায়।

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

মাথায় খানিকটা দুশ্চিন্তা আবার খানিকটা কল্পনার ভবিষ্যৎ নিয়ে রাত্রিবেলা ঘুমাতে গিয়েছিলাম। মাথার মধ্যে তখন ঢুকেছিল— ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চাটার্ড একাউন্টেন্ট না হয়ে কী জামাইবাবুর মতো শিক্ষক হলে অসুবিধা আছে! জামাইবাবুর কত সম্মান কত ভক্তি এই মাধবপুর গ্রামে, সেটা আমি স্বচক্ষে দেখছি!

ঘুম যে ঠিক হল তা আমি বোলব না। একবার মনে হল, আমি হাওয়ায় ভেসে ভেসে অনেকদূর উঠে গিয়েছি। পরক্ষণেই দেখতে পাচ্ছিলাম, আমি ছুটছি, ছুটছি আর ছুটছি। ঠিক যেমন প্যাডকে একটা ঘোড়াকে ঢুকিয়ে দিলে সে কেবল ছুটতেই থাকে। আমাকেও প্যাডকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর থামা যাবেনা। লক্ষ্য স্থির রেখে ছুটতে হবে।

কল্পনার অর্ডার হয়েছিল সাড়ে দশটার মধ্যে রেডি হয়ে থাকার। ঢাল নেই তরোয়াল নেই, আমি নিধিরাম সর্দার। একটা এক্সারসাইজ খাতা আর একটা কলম নিয়ে নিলাম। তখনকার সময়ে কোনও নির্দিষ্ট স্কুলের পোশাকের ব্যবহারের চল ছিলো না। বারান্দায় বসে আছি। দিদি জিজ্ঞাসা করল, "আমি কী তোর সাথে যাব!"

আমি উত্তরে বললাম, "দরকার নেই। নির্মলরা আসবে, আমি ওদের সাথে স্কুলে যাব। কল্পনা বলেছে, ওই আমাকে ক্লাসে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেবে।"

"তাহলে তো আমার আর কোনও ভাবনা নেই। ওই মেয়েটা যখন দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে, ভালোই হয়েছে। তোকে তাহলে ঠিক জায়গাতেই বসিয়ে দেবে।"

দিদি তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সে সময় ওরা চলে আসলো। কল্পনা নিচে দাঁড়িয়েই বলল, "কাকি, তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমি দিলীপ দাকে ঠিক জায়গাতেই বসিয়ে দেব।"

দিদি হেসে জবাব দিল, "তুই একটু ওকে ফার্স্ট বেঞ্চ বা সেকেন্ড বেঞ্চে বসাতে পারবি! তাহলে খুব ভালো হয়। একদম শেষ বেঞ্চে বসলে স্যারেদের পড়ানো ভালোভাবে শুনতেই পাবে না। তোকেও তো মাঝেমধ্যে মনিটর করে শুনেছি। সেই জোরেই ওকে ফার্স্ট বেঞ্চ না হোক, সেকেন্ড বেঞ্চে বসিয়ে দিবি।"

কল্পনা দিদিকে বলল, "তুমি এত ভাবছো কেন গো! এ সপ্তাহে আমার মনিটারি করার পালা। ফার্স্ট বেঞ্চ হবে না। আমি ওকে ঠিক সেকেন্ড বেঞ্চে বসিয়ে দেবো।"

"হ্যাঁ, তাই দিস। এদিকে ওদিকে মিলিয়ে দশজনই তো প্রথম দশের ছেলে। তাই না! তাদের সরানো ঠিক হবে না। ওকে সেকেন্ড বেঞ্চে বসিয়ে, একজন একজন করে সবাইকে সরে বসতে বলবি। তখন দেখবি শেষের দিকে এসে শেষের দুজনেই লাস্ট বেঞ্চে বসে আছে। তাহলে প্রায় যে যেখানে বসেছিল সেখানেই বসল। তাই না!"

কল্পনা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তুমি কিন্তু ভুল বললে কাকি। দশ জন ছেলে হবে কেন! আমি সপ্তম হই, লিপিকা দশম হয়। আমরা তো আর ছেলে না।"

দিদি কপাট দুঃখ দেখিয়ে বলল, "সত্যিই তো ভুল হয়ে গিয়েছে আমার। ছাত্র-ছাত্রী বলাই ঠিক ছিল বল! তাহলে তোরও আর কোনও দুঃখ থাকত না। আচ্ছা ঠিক আছে। পরে আমি আর এরকম ভুল করব না। এবার তোরা যা। ১১ রোলের ছাত্রটা এসে বসলে ওকে তোলা তোর অসুবিধা হবে।"

সেখানে আমরা আর না দাঁড়িয়ে স্কুলের ক্লাস ঘরের দিকে চলে গেলাম। লম্বা টালি ছাওয়া চাল। মাটির উঁচু ভিটের ওপর চারিদিকে চটার বেড়া দেওয়া। মাঝখান থেকে বাঁশের তৈরি চাঁচ দিয়ে ক্লাস সেভেন আর এইট ক্লাস ভাগ করা। কল্পনা আমাকে নিয়ে ক্লাস সেভেনের ঘরে ঢুকল। ঢুকেই দেখল সেকেন্ড বেঞ্চটা ফাঁকাই আছে। থাকারই কথা। সকলেরই নির্দিষ্ট জায়গা আছে বসার জন্য। যাদের বাড়ি দূরে, তাদের আসতে একটু দেরি হয়। ফার্স্ট বেঞ্চেরও দুই 'এক জন আসছে। তবে সুভাষ আর শ্যামল এসে গিয়েছ। সুভাষ প্রথম দ্বিতীয় শ্যামল। মাধবপুরে

চলবে...

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এর (TMCP) বনগাঁ মহকুমা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ৩ দিন রাজনৈতিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। দলের নতুন প্রজন্মের ছাত্র সমাজকে রাজনীতি সচেতন এবং সুবক্তা করে তোলার লক্ষ্যে 'ভাষ্য মালা' শীর্ষক এই বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন বলে জানালেন অন্যতম আয়োজক গাইঘাটা ব্লক (পূর্ব) কমিটির সভাপতি শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাস।

গত ১৬ মার্চ গাইঘাটার চাঁদপাড়ায় থানা মার্কেটিং এর হল ঘরে তৃতীয় পর্যায়ে 'সেরা বক্তা অন্বেষণ' প্রতিযোগিতায় দল ও ছাত্র সংগঠনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলের আইটি সেলের কর্ণধার দেবাংশু ভট্টাচার্য, দলের অন্যতম মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী, দলীয় জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিত বিশ্বাস, শিপ্রা বিশ্বাস, ঠাকুরনগরের পি, আর ঠাকুর কলেজের অধ্যক্ষ স্বপন সরকার, শিক্ষক নেতৃত্ব রমেশ বর্মন, যুব নেতৃত্ব গাইঘাটার তাপস সাহা, দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির জেলা নেতৃত্ব নারায়ণ ঘোষ ও সমীর হাজরা, গোবরডাঙা পৌরসভা চেয়ারম্যান ও প্রাক্তণ ছাত্র নেতা শংকর দত্ত, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষক কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, ছিলেন টিএমসিপি'র রাজ্য কমিটির সভাপতি তৃনাঙ্কুর ভট্টাচার্য প্রমুখ।

মহকুমার ছাত্র নেতা অনুতোষ নাগ, প্রসেনজয় ব্যানার্জী, সঞ্জয় রাহা, সিলভিয়া মুখার্জী ও হরি গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা শুভজিৎ প্রমুখের আহ্বানে এদিন বাগদার হেলেঞ্চ, গোপালনগর থানার নহাটা, বনগাঁর দীনবন্ধু গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ, ও স্বরূপনগরের নূরুল ইসলাম কলেজের শিক্ষার্থীগণ ছাড়াও মহকুমার বিভিন্ন ব্লক

থেকেও টিএমসিপি'র সদস্য প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন।

প্রতিযোগীগণ ছাত্র রাজনীতির উদ্দেশ্য এবং সেই সঙ্গে দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর রাজনৈতিক জীবনাদর্শ, লড়াই, সংগ্রাম ও উন্নয়নের উপর বক্তব্য রাখেন। সেরা বক্তাগণকে শংসাপত্র ও স্মারক উপহারে বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে দলের জেলা নেতৃত্ব সাংসদ পার্থ ভৌমিক আসতে না পারায় মোবাইলে প্রেরিত শ্রী ভৌমিকের বক্তব্য সভায় বাজিয়ে শোনানো হয়। এদিন কর্মসূচীতে হল ভর্তি টি এম সি পি'র সদস্য ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ে।

ঢাকুরিয়ায় নেতাজী সংঘের জমজমাট বসন্ত উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ দোলযাত্রা ও হোলি উপলক্ষে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া নেতাজী সংঘের সদস্যগণ। গত ১৫ মার্চ চাঁদপাড়া ষ্টেশন সংলগ্ন সংঘের প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত উৎসবে ক্লাবের সদস্যগণ ছাড়াও এলেকার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রেমী শিক্ষিকা প্রতিমা দাস ও যোগ শিক্ষিকা শীলা বালার পরিচালনায় উপস্থিত ছেলেমেয়েরা সংগীত, আবৃত্তি ও মনোজ্ঞ নৃত্যের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করে। উপস্থিত ছোট-বড় সকলে নানা রঙের আবির খেলাতেও মেতে ওঠেন। পরিশেষে প্রশিক্ষিকা শীলা বালার পরিচালনা ছাত্র ছাত্রীদের যোগাসন প্রদর্শনী বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। অন্যতম সদস্য অমিয় বালা জানান, বসন্ত উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নানা অনুষ্ঠানে সমবেত গ্রামবাসী ছাড়াও পথ চলতি মানুষজন বেশ উপভোগ করেন।

ঢাকুরিয়া কালীবাড়িতে মহানাম সংকীর্তনে বহু ভক্ত সমাগম

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া কালীবাড়িতে মহাসমারোহে মহানাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ মার্চ সন্ধ্যায় ভাগবত পাঠের মধ্য দিয়ে ৩ দিন ব্যাপী আয়োজিত নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূচনা

হয়। পরদিন বাৎসরিক গ্রহরাজ পূজা অন্তে শুভ অধিবাস ও গঙ্গা আহ্বান পর্ব সম্পন্ন হয়। ১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হরিনাম সংকীর্তনে অংশ গ্রহন করে স্থানীয় সেকাটি গ্রামের প্রেমানন্দ সম্প্রদায়, হাবড়ার লোকনাথ সম্প্রদায় ও অশোকনগরের বেদবাণী সম্প্রদায়ের সংগীত শিল্পীগণ। জাগ্রত কালি মন্দিরে ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এলেকার অগনিত ভক্তের সমাগম ঘটে। আগত ভক্তজনেরা ভাগবত পাঠ ও সংকীর্তনে অংশ নেন। ভক্তদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে মন্দির প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে। কীর্তন শেষে কয়েক হাজার মানুষ মহাপ্রসাদ গ্রহন করেন। অন্যতম সংগঠক বিশ্বজিৎ ঘোষ জানান, উৎসব উপলক্ষে দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। মন্দির কমিটির আয়োজিত সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

নানা অনুষ্ঠানে সার্থক ঠাকুরনগর কলাভূমির বার্ষিক উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ সংস্থার কর্ণধার প্রখ্যাত নৃত্য শিল্পী ও প্রশিক্ষক কৃষ্ণ বনিক ও সহশিল্পীদের সমবেত নৃত্য 'আলো আলোকময়' এর মধ্যে দিয়ে গত ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় মহা সমারোহে শুরু হয় ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন কলাভূমির চতুর্থ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানে স্থানীয় উদয়ন সংঘের সহযোগিতায় ঠাকুরনগর খেলার মাঠের সুসজ্জিত মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে আয়োজিত উৎসবের সূচনা করেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের অন্যতম সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, ছিলেন স্থানীয় ইছাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান মনীন্দ্র নাথ দত্ত, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শ্যামল সরকার, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক অনুপম দে, রঞ্জিত বনিক বিশ্বাস, ডাঃ শ্রীবাস্তব ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মৃনাল কান্তি বিশ্বাস প্রমুখ।

কলাভূমির সভাপতি ড. অরূপ মজুমদার ও সম্পাদক কৃষ্ণ বনিক সকলকে স্বাগত জানান সংস্থার সদস্য নৃত্য শিল্পীগণ উপস্থিত বিশিষ্ট জনদের পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে নৃত্য সহ সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে নৃত্য শিক্ষক কৃষ্ণ বণিক ও তাঁর পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ঠাকুরগর কলাভূমির প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সংস্থার নৃত্য শিক্ষার্থীগণ পরিবেশিত নত্যানুষ্ঠান, মডার্ন নৃত্য মালা ও মার্শাল আর্ট এবং স্থানীয় গুরু নানক নার্সারী স্কুলের পড়ুয়াগণ পরিবেশিত নৃত্য নাট্য 'টুন টুনি ও দুষ্টু বিড়াল' সমবেত দর্শক সাধারনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে।

এদিন তরুনী নৃত্যশিল্পী অভিষিক্তা বিশ্বাসের নৃতশৈলী উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর মনের মনিকোঠায় স্থান করে নেয়। সঞ্চালক বিশিষ্ট আবৃত্তিকার সূর্যকান্ত সরকারের সুচারু পরিচালনায় উদ্বোধনী দিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে। উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে ডাঃ জে.এন শ্রীবাস্তব বিনামূল্যে আগত রোগীদের চক্ষু পরীক্ষা করেন।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় শাস্ত্রীয় নৃত্যমালায় কৃষ্ণ বণিকের কত্থক নৃত্যের অনুষ্ঠান শেষে সৃজন আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের সদস্যদের আবৃত্তি অনুষ্ঠান এবং ছোটদের নৃত্যমালায় আয় বৃষ্টি ঝেঁপে এবং সব শেষে নৃত্য প্রশিক্ষক কৃষ্ণ বণিক এর নির্দেশনায় পরিবেশিত নৃত্য নাট্য নারী সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। সব মিলিয়ে ঠাকুরনগর কলাভূমির ৪র্থ বর্ষের বার্ষিক উৎসব সার্থকতা লাভ করে।

মৃত ভোটারাই ভোটব্যাংক তৃণমূলের

প্রথমপাতার পর...

নাম বাতিলের দাবী জানানো হয়। তিনি আরো বলেন, সরকার চাইলে অতি সহজেই সমস্যা সমাধান করতে পারে। তার অভিযোগ, শাসক দল এই ভুয়ো ভোটারদের রাজনৈতিক ফায়দায় জন্য ব্যবহার করছে। মৃত ভোটাররাই ভোটব্যাঙ্ক তৃণমূলের। যদিও এই ভুয়ো মৃত ভোটার নিয়ে সিপিএমকেই পাল্টা আক্রমণ করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব । বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ভুয়ো ভোটার ধরার জন্যই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা মাঠে নেমেছি। আমরা চিহ্নিত করছি । এখন ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে সিপিএম। গত ৩৪ বছরে ওরা এই কৌশল অবলম্বন করে ভোটে জিতেছে। বিজেপিকে ওরা ফায়দা করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এখন রামবাম এক হয়েছে। ওদের যদি কোন অভিযোগ থাকতো, তাহলে সাত নম্বর ফর্ম এতদিন কেন ফিলাপ করেনি? ওদেরই বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই।

ধৃত বিজেপি নেতা

প্রথমপাতার পর...

এই ঘটনায় বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় এসব ছড়াচ্ছে তারা তৃণমূলের দালাল। ব্যক্তিগত কারণে লক্ষ্মণ ঘোষ গ্রেপ্তার হয়েছেন। এর সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। আমাদের দল কখনোই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। লক্ষ্মণ বিজেপি করেন, ফলে তার সঙ্গে আমার ছবি থাকা স্বাভাবিক। তৃণমূলের অভিযোগের বিষয়ে দেবদাস বাবু বলেন, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, চাকরি বিক্রি, কয়লা চুরি, বালি চুরি সব কিছুতেই তৃণমূল নেতারা যুক্ত— তা রাজ্যের মানুষ জানে । চোরের মায়ের বড় গলা।

IMON NATYAMELA - 2025
MASLANDAPUR IMON MIME CENTRE
Regd. No. - S/1L31715
Place - PADATIK MANCHA, MASLANDAPUR
২১শে মার্চ, ২০২৫ শুক্রবার সময়ঃ- বিকাল ৫.৩০টায়
◄ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ►
● নৃত্য - নৃত্যনীড় ▸ পরিচালনায় - সৃজা হাওলাদার
● নাটক - নিহত শতাব্দী ▸ পরিচালনায় - জীবন অধিকারী, গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যম
● নৃত্য- গোবরডাঙ্গা নৃত্যালোক ▸ পরিচালনায় - সঞ্চিতা মুখার্জি সেন
● মূকাভিনয় - শতকমল মাইম সোসাইটি ▸ পরিচালনায় - কমল মন্ডল
● নাটক - ভাষান ▸ পরিবেশনায় - যিশু দেবনাথ, একলব্য ত্রিপুরা
২২শে মার্চ, ২০২৫ শনিবার
● সঙ্গীতানুষ্ঠান - ▸ পরিচালনায় - হাবড়া মনীষা
● সঙ্গীতানুষ্ঠান - ▸ সপ্তসুর ▸ পরিচালনায় - পৃথা মজুমদার
● নৃত্যানুষ্ঠান- ▸ পরিবেশনায় - ছন্দাবলী নৃত্য গোষ্ঠী পরিচালনায় - চন্দনা রায়
● নাটক - তারাপ্রসন্নর কীর্তি ▸ পরিচালনায় - আশিস চট্টোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন
● মূকাভিনয় - কুবের মাঝি ▸ পরিচালনায় - অসিত আচার্য্য অঙ্গ কল্পনা, কাঁচড়াপাড়া
● আবৃত্তি কোলাজ - কিশলয়ের সহজপাঠ, ▸ পরিচালনায়- সোমেন মৈত্র
নৃত্য- সৃজন হাওলাদার, ইমন মাইম সেন্টার ও সৌরিক আবৃত্তি শিক্ষা কেন্দ্র
● নৃত্য - মল্লার নৃত্যগোষ্ঠী ▸ পরিচালনায় - মিনাক্ষী পাঠক
● মূকাভিনয় - রোজনামচা ▸ পরিচালনায় - ধীরাজ হাওলাদার
▸ পরিবেশনায়- মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টার
● নাটক - দুঃসময় ▸ পরিচালনায়- অনুপ মল্লিক ও ধীরাজ হাওলাদার
▸ পরিবেশনায়- মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টার
২৩শে মার্চ, ২০২৫ রবিবার
সকাল ১০টায় - বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, সহযোগিতায়- রং ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশন
বিকাল ৩টা - সেমিনার
বিকাল ৪টা - পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান
● আবৃত্তি কোলাজ - ▸ পরিচালনায়- মুনমুন দত্ত (ব্যোঙ্গালোর)
● ম্যাজিক ▸ গৌতম অধিকারী
● সঙ্গীতানুষ্ঠান ▸ পরিবেশনায় - মুকুলিকা গানের স্কুল পরিচালনায়- অনিমা দাস
● নৃত্যানুষ্ঠান - পরিবেশনায়- পূজা ডান্স একাডেমী ▸ পরিচালনায় - শ্রীমতী আলপনা সরকার
● মূকাভিনয় - আসাম নির্বাক ▸ পরিচালনায় -শ্রী মিনাঙ্ক ডেকা
● নৃত্য - নটরাজ নৃত্য গোষ্ঠী ▸ পরিচালনায় - শ্রী শুকদেব আইচ
● মূকাভিনয় - দাও ফিরে সে অরণ্য (১০১জন মূকাভিনয় শিল্পী)
▸ পরিচালনায় - ধীরাজ হাওলাদার ও জয়ন্ত সাহা
পরিবেশনায়ঃ- মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টার

গোবরডাঙা মৃদঙ্গম GOBARDANGA MRIDANGAM
Azadi Ka Amrit Mahotsav
সংগীত নাটক অকাদেমী Sangeet Natak Akademi
Gobardanga Mridangam's New Theatre Play
অপেক্ষায়
(Waiting for)
Script & Direction : Barun Kar
Financial Assistance by : Sangeet Natak Akademi, GOI
Presented by : Gobardanga Mridangam
22 MARCH 2025, ANURRANJAN NATYA GRIHO, 6.30PM
Cont. 09732481666 / 08436467933 / 09433278921
Email. gobardangamridangam@gmail.com

THAKURNAGAR MIME ACADEMY OF CULTURE

(Regd. No.: S/1L/10922)
Simulpur (Hazratala), Thakurnagar, North 24 Parganas.W.B.,
Mob.: 9233196233, e-mail.:mime_thakur@yahoo.com

Sir / Madem,

We have the pleasure to invite you at our 22nd Annual Cultural Workshop, Exhibition and Cultural Festival on and from 13,15th March to 23rd March 2025 (10 Am. To 5 pm) in a befitting manner at our own stage " JANAKI MANCHA ". The Cultural Workshop will be inaugurated by our President Dr. Asim Bala (Ex MP & MLA). Other Guests of honours like Sri Niresh Ch. Bhowmik (Journalist) Bidyut Mondal, Sri Siba Prasad Das (our Advisor & Chief Co - ordinator), Sri Tapan Das (Drama Director), and others will be present on the occasion. Smt. Jharna Mondal will sing the inaugural song.

Our Cultural Festival for three days on and from 21st to 23rd March 2025 in the evening will be held at our own stage " JANAKI MANCHA ". The Function will be inaugurated by Niva Rani Ghosh, Prodhan (Simulpur Gram Panchayet). Hon'ble Minister of State for Ministry of Ports, Shipping & Waterways of India Sri Shantanu Thakur will be the Guest in Chief on 23rd March 2025 at 6 Pm. The Function will be presided by our President Dr. Asim Bala. In this Festival different Cultural groups from West Bengal and Assam, and other states will present Mime, Theatre, Dance, Songs, etc. The participants in the Cultural Workshop will be given away the certificates on the concluding day.

We will also arrange two-days Seminar on "Art & Culture" with distinguished personalities in the cultural field. You are cordially invited to attend our annual Festival.

With Thanks -

President
Dr. Asim Bala

Secretary
Chandra Kanta Sirali

In Collaboration with the Ministry of Culture, Govt. of India.

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

দৈনিক কাগজে বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন- ৭০৭৬২৭১৯৫২

নিউ পি সি জুয়েলার্স

২২/২২ ক্যারেট হলমার্ক যুক্ত এবং আধুনিক ডিজাইনের সোনার গহনা প্রস্তুতকারক।

সোনার দাম পেপার দরে

আমাদের প্রতিষ্ঠানে Salesman প্রয়োজন। ২ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

নিউ পি সি জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ

নিউ পি সি জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
লোকনাথ মার্কেট, বাটার মোড়, বনগাঁ

নিউ পি সি জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ

নিউ পি সি অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ

আমাদের Testing Card সমেত গ্রহরত্ন পাওয়া যায় যা ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়

নিউ পি সি জুয়েলার্স
১০৭ ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, রাম রহিম মার্কেট, ৩য় তলা, রুম নং ৩০৪, কলকাতা-৭০০০০১

হলমার্ক ছাড়া পুরানো সোনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়। আমাদের সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন শীঘ্রই যোগাযোগ করুন। আমাদের প্রতিষ্ঠানে GUN MAN প্রয়োজন

Mob : - 80177 18950 / 82503 37934

আমাদের NPC Optical- এ ১ থেকে
২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন Salesman প্রয়োজন।

অভিজ্ঞ জোতিষিরা যোগাযোগ করুন।

আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

সন্ধ্যা কুমুদের বসন্ত উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবারও দোলযাত্রা ও হোলি উপলক্ষ্যে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করে ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা-কুমুদ কালচারাল একাডেমীর সদস্যগণ।

গত ১৪ মার্চ সকালে একাডেমী পার্শ্বস্থ অঙ্গনে একাডেমীর প্রাণপুরুষ পার্থ ঘোষ ও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মণ্ডলের উদ্যোগে সমবেত সদস্যরা এক বর্ণময় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহন করেন। ছোট বড় সকল সদস্যগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নানা রঙের আবিরে বর্ণময় হয়ে ওঠে। শোভাযাত্রা শেষে সদস্যগণ সংগীত আবৃত্তি ও মনোজ্ঞ নৃত্যের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। কবিগুরুর গান ও লোক সংগীত, সেই সঙ্গে পরিবেশিত লোক নৃত্যের অনুষ্ঠানে উৎসব অঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে। এলেকার সংস্কৃতিপ্রেমী বহু মানুষের সমাগমে সন্ধ্যা-কুমুদ কালচারাল একাডেমী আয়োজিত বসন্ত উৎসব বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

প্রকাশিত হল কবি হরষিত রায় সম্পাদিত গ্রন্থ নক্ষত্র বিনয়

নীরেশ ভৌমিক ঃ জেলার অন্যতম প্রথিতযশা কবি মছলন্দপুর পার্শ্বস্থ ঘোষপুরের বাসিন্দা হরষিত রায়। ইতিমধ্যেই প্রবীণ এই কবির ২৪টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে গ্রন্থগুলির সবকটিই কাব্যগ্রন্থ নয়। কয়েকটি গল্পের বই ও উপন্যাস রয়েছে।

চলতি বছরের শুরুতেই কবি হরষিত বাবুর সম্পাদনায় 'নক্ষত্র বিনয়' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষা ও কাব্য সাহিত্যের কালজয়ী কবি এবং 'ফিরে এসো চাকা' কাব্যগ্রন্থের স্রষ্টা বিনয় মজুমদার এর স্মরণে লেখা ১২৬ জন নবীন ও প্রবীণ কবির লেখা ১২৬ টি কবিতা পুস্তকটিতে স্থান পেয়েছে। পুস্তকটিতে কবিতা ছাড়াও রয়েছে বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক প্রয়াত রাসমোহন দত্তের একটি সাক্ষ্যাৎকার। সাক্ষ্যাৎকারটি নিয়েছিলেন গ্রন্থকার স্বয়ং হরষিত রায়।

কবি হরষিত বাবু জানালেন, এ বছরের কলকাতা বইমেলায় নক্ষত্র বিনয় গ্রন্থটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ১২৬জন কবির লেখায় সমৃদ্ধ বইটি ইতিমধ্যেই কাব্যপ্রেমী পাঠকবৃন্দের প্রশংসা লাভ করেছে। কবি বিনয় মজুমদারের ভক্ত এবং অনুগামী শতাধিক কবির লেখায় সমৃদ্ধ পুস্তকটির সম্পাদনা যে সহজ ব্যাপার নয়, সে ব্যাপারে লেখক কবিগণ সহ পাঠককুলও সহমত পোষণ করেন। পুস্তকটির প্রচ্ছদে কবি বিনয়

মজুমদারের স্বহস্তে অঙ্কিত চিত্র এবং পিছনের পাতায় কবির ছবিটি সকলের নজর কাড়ে। সকলেই চান, কাব্যপ্রেমী হরষিত বাবু তাঁর লেখনি অক্ষুন্ন রেখে বাংলা কাব্য সাহিত্যের প্রসারে মগ্ন থাকুন। নতুন কবি ও লেখকগণকে উৎসাহিত করুন। তবেই বাংলার কাব্য-সাহিত্য ও সংস্কৃতির গরিমা বিশ্বের সাহিত্য জগতে অক্ষুন্ন থাকবে।

GRAPHICS MART
LAPTRONICS-5
এখানে খুবই কম খরচে
Laptop এবং Desktop
Repairing করা হয়।
* সকল প্রকার Repairing এর উপর থাকবে One Month (একমাসের) গ্যারান্টি।
Mob. : 9836414449

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**